85

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 05 MAY 1997
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদানে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে

দেশে দশ বছরের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকে সম্ভব করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট বয়সের লোক-দের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। একটি নিরপেক্ষ জরিপে এটা বলা হয়েছে। খবর বাসসর।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোজাফফর আহমদ পরিচলিত জরিপে বলা হয়েছে, সরকারী খাতে সম্পদের উচ্চতর বরাদ্দ এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর (এনজিও) ব্যাপক সম্পদ প্রদানের অঙ্গীকারের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায় প্রাথমিকভাবে অগ্রসরমান বলে লক্ষ্য করা গেছে।

এতে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার মানের দিকটি সাধারণভাবে অবহেলিত বলে লক্ষ্য করা গেছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) পরিচালিত 'বাংলাদেশের উন্নয়নের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা (আই আরবিডি) ১৯৯৬' শীর্ষক জরিপ সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহান সিপিডি-এর প্রধান।

সরকারী পরিসংখ্যানে জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির হার এখন বেড়ে ৯২ ভাগে দাঁড়িয়েছে, সম্পন্নের হার ৬১ ভাগ, পুরুষ-নারীর অনুপাত ৫৩:৪৭ এবং সাক্ষরতার হার ৪৪ ভাগ।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭১০, বেসরকারী নথিভুক্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯ হাজার ৬৮৩, বেসর-কারী নথি ও সাহায্যবহির্ভূত বিদ্যালয় ৫৭৭, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ৯ হাজার ৫০০, কিন্ডারগার্টেন এক হাজার ৪১৭, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ২০০, কমিউনিটি বিদ্যালয় এক হাজার এবং আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (এনএফপিএস) ৫১ হাজার ৭৭৭।

আইআরবিডি ১৫টি সরকারী, ১০টি বেসরকারী ও ৫টি এনজিও স্কুলের ৫৫০ জন ছাত্রের ওপর জরিপ চালায়।

জরিপে দেখা গেছে, ৭৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী তাদের প্রধান শিক্ষক অথবা ক্লাশ শিক্ষককে ভয় পায়। এই সকল শিক্ষক ছাত্রদের যত্নের সঙ্গে শিক্ষা-দানের ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়।

জরিপে মন্তব্য করা হয় যে, শিক্ষকরা এমনকি বাংলা ভাষাও যথাযথভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সক্ষম নয়।